সংবাদ

তারিখ 16 FEB 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিক্ষক স্বল্পতা, সেশন জট, অনিয়ম

অনিশ্চয়তায় ঢাকা নার্সিং কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা নার্সিং কলেজের বিএসসি কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। সুস্পষ্ট কারিকুলাম ও সিলেবাসের অভাব, দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা, পাঠাগার ও একাডেমিক ভবনের অভাব, সময়মত ক্লাশ শুরু না হওয়া, সিলেবাস শেষ না করেই তাৎক্ষণিক নোটিশে পরীক্ষা নেয়া, সেশনজট, ফরমপূরণের নামে অধিকহারে টাকা আদায়সহ অধ্যক্ষের বিভিন্ন অনিয়ম ও উদাসীনতার কারণে এ অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা নার্সিং কলেজের প্রথম ব্যাচের (সেশন ২০০৭-০৮) ছাত্রছাত্রীরা এসব অভিযোগ করেন। এ সময় সব ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন, নিশা আহমেদ, মেহেদী লিসা, ঝুমুর, উষা বিশ্বাস ও লাইলি বেগম।

তারা অভিযোগ করেন, এখন পর্যন্ত আমাদের সুস্পষ্ট কোন সিলেবাস ও কারিকুলাম নেই। আমরা ভর্তির সাত মাস পর একটি সিলেবাস হাতে পেলেও তা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকের অভাবে আমাদের ক্লাশও ঠিকমত হয় না। প্রথম বর্ষে আমাদের ৯টি কোর্সের ৬টিই পড়ান অতিথি শিক্ষক। তাও শুরু হয় ভর্তির সাত মাস পর থেকে। শিক্ষকরা যখন খুশি তখন ক্লাশ নেয়। দু'দিন পরপর রুটিন পরিবর্তন করেন। শিক্ষকরা প্রায়ই বলতেন এখানে আমরাও নতুন তোমরাও নতুন। তাই আমরা মিলেমিশে শিখব।

শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের শিক্ষকরাও জানতেন না পরীক্ষা কখন নিতে হবে এবং ভর্তির ৮ মাস পর জানতে পারেন মিডটার্ম নামক একটি পরীক্ষার কথা এবং তাৎক্ষণিক নোটিশে সাড়ে আট মাসের মাথায় মিডটার্ম পরীক্ষাটি নেন। অথচ তখন পর্যন্ত সিলেবাস সম্পর্কে আমরা সামান্যই জেনেছি। শিক্ষকরা আমাদের ছাড় দিবেন এমন সান্ত্বনায় আমরা পরীক্ষা দেই। কিন্তু পরীক্ষায় ৯ জন বাদে সবাই ফেল করে। এরপর হঠাৎ তিন দিনের নোটিশে ফর্ম পূরণ বাবদ ১০ হাজার টাকা করে জোগাড়

অনিশ্চয়তায় : পৃ: ২ ক: ৪

অনিশ্চয়তায় : ঢাকা নার্সিং

করতে বলা হয়। একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফর্ম পূরণের জন্য এতো টাকা কেন দরকার হলো সে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এরপর হঠাৎ করে ১০ দিনের নোটিশে কোন বিরতি ছাড়া ১০টি পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষার ৮ মাস পরও রেজাল্ট না দিলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যায়। তখন জানা যায়, ভার্সিটি থেকে এনরোলমেন্ট সিট হারিয়ে যাওয়ায় রেজাল্ট দিতে দেরি হচ্ছে। এরপর ৯ মাস পর যে রেজাল্ট বের হয় তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সেখানে ৮৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থী পাশ করেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আইইএলটিএস'র আট পয়েন্ট পাওয়া শিক্ষার্থীও ইংরেজিতে ফেল করেছে। যা আমাদের অবাক করেছে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, এখন আমরা কি করব সে বিষয়ে অধ্যক্ষ আমাদের কোন পরামর্শও দিচ্ছে না। আমাদের অভিভাবকরা দেখা করতে আসলে তাদের সঙ্গে দেখাও করছে না।